সংবাদ

তারিখ ... 13 APR 2014 ...
পৃ. ... ৬ ... কলাম ... ৩ ......

ঢাকা : রোববার ৩০ চৈত্র ১৪২০
Dhaka : Sunday 13 April 2014

সম্পাদকীয়

ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠন ও ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করুন

গত শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সূর্যসেন হলে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে সংঘর্ষ হয়েছে। জুনিয়র কর্মীদের বাদানুবাদের জের ধরে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে হল ছাত্রলীগের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের দুই গ্রুপ। দুই দফা সংঘর্ষে অন্তত আটজন আহত হয়েছে। সংঘর্ষের পর হল থেকে ২০টি ককটেলসহ বেশকিছু দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এ নিয়ে গত শনিবার সংবাদ-এ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

শুক্রবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সাধারণ ছুটি। এই ছুটির দিনও ছাত্রলীগ সন্ত্রাস-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি আছে কিন্তু ছাত্রলীগের সন্ত্রাস-নৈরাজ্যের ছুটি নেই। তাদের শুক্র-শনি নেই, দিন-রাত নেই। ছাত্রলীগের ক্যাডাররা অন্য ছাত্র সংগঠনের ওপর যেমন হামলা চালায়, তেমন নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস করে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের সন্ত্রাস বিস্তৃত হয়েছে। শনিবারের সংবাদ-এ প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে ছাত্রলীগের বিস্তৃত সন্ত্রাসের কিছুটা ধারণা পাওয়া যায়। তাদের সন্ত্রাস শুধু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা সরকারি কলেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বাইরেও তাদের সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়েছে হাট-বাজারে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে। এমনকি হাসপাতালের ওপরও তাদের সন্ত্রাসের কালো ছায়া পড়েছে। বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সাদ ইবনে মমতাজ আহত অবস্থায় ময়মনসিংহ জেলা হাসপাতালে সাত ঘণ্টা পড়ে থাকলেও ছাত্রলীগের ভয়ে তার কোন সহযোগী তার পাশে দাঁড়াতে পারেনি। এটা হচ্ছে ছাত্রলীগের সর্ববিস্তারি অবিরাম সন্ত্রাসের আরেকটি নমুনা।

সন্ত্রাস-নৈরাজ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছাত্রলীগকে কোন ছাত্র সংগঠন বলা যায় না। এটা তথাকথিত ছাত্র সংগঠনের ব্যানারে গড়ে ওঠা স্রেফ একটি সন্ত্রাসী সংগঠন। ছাত্রলীগের চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্যে ছাত্রসংগঠনের বৈশিষ্ট্যের ছিটেফোঁটাও নেই। ছাত্রলীগের সন্ত্রাসীরা না করে পড়ালেখা, না করে শিক্ষা সংক্রান্ত কোন আন্দোলন। বরং সাধারণ শিক্ষার্থীরা শিক্ষা স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন আন্দোলন করলে ছাত্রলীগ তাদের ওপর সরকারি পেটোয়া বাহিনীর মতো হামলা চালায়। শিক্ষার্থীদের যৌক্তিক আন্দোলনে একাত্ম হওয়ার পরিবর্তে সেটাকে নস্যাৎ করে দেয়। ছাত্রলীগের যত একাত্মতা শুধু সন্ত্রাস-নৈরাজ্য, দখল, চাঁদাবাজি-টেন্ডারবাজি, হত্যা-হামলা প্রভৃতিতে।

যে রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় আসে তখন সেই দলের ছাত্র সংগঠনই একাট্টা হয়ে সন্ত্রাস-নৈরাজ্যকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে। কোন রাজনৈতিক জোটে যদি ১৪ দল থাকে তো কোন রাজনৈতিক জোটে থাকে ১৮ দল। ১৪ দলই হোক আর ১৮ দলই হোক, এদের সঙ্গে যুক্ত সব ছাত্র সংগঠনই একেকটি সন্ত্রাসী সংগঠন। নিজ দল ক্ষমতায় থাকলে এরা স্বরূপে আবির্ভূত হয়। ছাত্র সংগঠনের নামে সন্ত্রাসীদের দল দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে গেছে। সাধারণ শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবনকে তারা বিভীষিকাময় করে তুলেছে। আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ধরনের ছদ্মরূপী সন্ত্রাসী সংগঠন দেখতে চাই না। শিক্ষাঙ্গনকে নিষ্কলুষ করতে হলে ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। উদ্ভূত বাস্তবতায় দেশে কোন ছাত্র সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা আর নেই। তারা শিক্ষা সংক্রান্ত কোন দাবি-দাওয়া নিয়েই সোচ্চার নয়। তাদের কাজই হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর লেজুড়বৃত্তি করে অবৈধভাবে নিজেদের আখের গোছানো।

সরকারের নিজের স্বার্থেই ছাত্রলীগের মতো সন্ত্রাসী সংগঠন নিষিদ্ধ করা উচিত। সরকারের আহ্লাদে আহ্লাদে ছাত্রলীগ এক ফ্রাঙ্কেনস্টাইন হয়ে উঠেছে। এখনই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে এক সময় নিজের সৃষ্ট ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের হাতেই তাদের পতন হবে। কাজেই সময় থাকতে ছাত্রলীগসহ সব ছাত্রসংগঠন নিষিদ্ধ করতে হবে, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে।